ইসলামী আদালত
(২)
ইয়ে ক'রে বিয়ে

আব্দুল হামীদ মাদানী

আমাদের দেশের তাগূতী আইনে ব্যভিচার কোন পাপ নয়। এই জন্য যুবক-যুবতী সম্মতিক্রমে ব্যভিচার করলে আইনতঃ কোন সাজা নেই। কেউ সাজা দিলে তার সাজা আছে! সে কারণেই ব্যভিচারকে তারা 'ব্যভিচার' বলে না। বলে, 'সহবাস'। বেশ্যাকে তারা 'বেশ্যা' বলে না। বলে, 'যৌনকর্মী'! কোন যুবক-যুবতী বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে এক সাথে মিয়া-বিবির মত বাস করলে, তা অপরাধ নয় তাগূতী কানুনে। বরং তা হল 'লিভ টুগেদার'! সমকাম করলে তাও কোন অপরাধ নয়, যেহেতু স্বাধীন যৌনতা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার।

আর গ্রাম্য আইনে ব্যভিচার পাপ হলেও তার যথেষ্ট সাজা নেই। তার বড় সাজা হল, ধরা পড়লেই নায়ক-নায়িকার বিয়ে পড়িয়ে দাও। সেই জন্য 'ভালবাসা'র দাপট খুব বেশী। যেহেতু তার শাস্তি বড়জোর হল বিয়ে। তাইতো যারা টাকা বাঁচাতে চায়, তারা 'ইয়ে ক'রে বিয়ে' করে। কনে পক্ষ তার সুযোগ ঘটিয়ে দেয়, মেয়ের 'ইয়ে' করা দেখে-শুনেও চোখ-কান করে না! ঐ নীতি আর কি, 'ঘটে তো ঘটে যাক, পটে তো পটে যাক, লাগে তো লেগে যাক। আর বিনা পয়সায় বিয়েটা হয় তো হয়ে যাক।'

কিন্তু শরীয়তে তার শাস্তি আছে। অবিবাহিত হলে ১০০ চাবুক খেতে হয় এবং বিবাহিত হলে পাথরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড পেতে হয়।

সঊদী আরবে শরয়ী আদালত আছে বলে ব্যভিচার অনেক কম। তবুও ব্যভিচার যে হয় না, তা নয়। বিশেষ ক'রে বিদেশ থেকে আগত দাসীদের সাথে 'ইয়ে' করার মামলা অনেক আসে আদালতে। অবশ্য পরিবারের মানরক্ষার খাতিরে অনেক মামলা গোপন রাখা হয়।

এক বাঙালীর নটকোনের দোকান ছিল। এখানে অনেক নটকোনের দোকানের নিয়ম হল, বাসা থেকে টেলিফোন করলে বাড়িতে মাল পৌঁছে দিয়ে আসা হয়। অন্তঃপুরবাসী মহিলারা সেই মাল দরজা থেকে হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করে এবং দাম মেটায়। যাদের ছোট বাচ্চা, তাদের বাচ্চারা এবং যাদের দাসী আছে, তাদের দাসীরা মাল ও মূল্য দেওয়া নেওয়া করে। আর সেই সাথে কোন কোন গৃহিণী অথবা দাসীর সাথে দোকানীর মন দেওয়া-নেওয়াটাও অস্বাভাবিক থাকে না।

ঐ দোকানী এক বাড়িতে নিয়মিত এটা-সেটা পৌঁছাতে পৌঁছাতে বাড়ির দাসীর সাথে মন বিনিময় হয়ে যায়। সেই সাথে মোবাইল নম্বরও দিয়ে দেয় শ্রীলঙ্কার দাসীটি।

বাড়িতে সাধারণতঃ দাসীর জায়গা হয় চিলে কোঠায় ছোট্ট কক্ষে অথবা ভিলার পার্শ্ববর্তী অতিরিক্ত বৈঠকখানায়।

ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটতে দেখে-শুনে সঊদীরা অবশ্য চালাক হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাকুরিজীবী হলে এবং ছেলে-মেয়েরা স্কুলে থাকলে বিশাল বাড়ি পড়ে থাকে কেবল দাসীর দায়িত্বে। আর সেই সময়টুকুতে সে সেখানে ইচ্ছামত রাজত্ব চালায়। সন্দেহ হলে তাদের দুরভিসন্ধি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গুপ্ত ক্যামেরা থাকে, টেলিফোনে টেপ ফিট করা থাকে, বাড়ির দরজায় দরজায় তালা মারা থাকে ইত্যাদি। তবুও সব বাড়ি-ওয়ালা তা পারে না।

ঐ বাড়িও সকালে খালি থাকত। দোকানী ও দাসীর মাঝে মোবাইল যোগে প্রেমালাপ বেশ ঘোরালো ও জোরালো হয়ে উঠল। সকালে যাতায়াতও হতে লাগল।

একদিন কোন কাজে গৃহস্বামী অফিস থেকে বাড়িতে এসে শোনে দাসী যেন কারো সাথে কথা বলছে। প্রথমে ভাবল, হয়তো মোবাইলে কথা বলছে। কিন্তু উত্তরে পুরুষের কণ্ঠ শুনে দাসীর দরজা ঠেলতেই দেখে তা ভিতর থেকে বন্ধ। কিছু না বলে সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করে পুলিশকে। পুলিশ হাতে-নাতে দোকানী ও দাসীকে গ্রেপ্তার করে।

যথাসময়ে মামলা এল কোর্টে। আমিও আহবানে উপস্থিত হলাম। প্রথমে দাসীকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তুমি কি ওকে বাড়িতে ডেকেছিলে?'

সে বলল, 'জী, হ্যাঁ।'

কাযী সাহেব বললেন, 'তোমার এতবড় সাহস হল কি ক'রে? ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল না?'

সে বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু ও আমাকে বলল, ধরা পড়লে বিয়ে পড়িয়ে দেবে। আমরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে যাব। তোমাকে বাংলাদেশ নিয়ে যাব।'

উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের মত এখানে উকিল ধরা-ধরির ব্যাপার নেই। সরাসরি কাযী বাদী-প্রতিবাদীর কথা শুনে থাকেন এবং প্রয়োজনে দোভাষীর সাহায্য নিয়ে থাকেন।

কাযী সাহেব এবারে আমার মাধ্যমে দোকানীকে প্রশ্ন করলেন, 'কেন তুমি ঐ বাড়িতে গিয়েছিলে?'

সে বলল, 'ও আমাকে ফোনে ডেকেছিল।'

--ওর সাথে তোমার কি সম্পর্ক?

--আমি ওকে ভালবাসি?

--কোন্ অধিকারে?

--পরিচয়ের খাতিরে। দোকানের মাল দিতে গিয়ে পরিচয় হয়েছে। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।

--তুমি কি ওর সাথে মিলিত হয়েছ?

--জী হ্যাঁ।

--কয়বার?

--তিনবার।

--তুমি কি বিবাহিত?

--জী। আমার একটা মেয়ে আছে।

--তুমি কি মিলন কাকে বলে জান?

-- জী। জানব না কেন? আমার তো মেয়ে আছে।

এরপর খুলে খুলে কাযী সাহেব যে সব প্রশ্ন করলেন, তা আর না বলাই ভাল।

কাযী সাহেব থামলে দোকানী আমাকে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'হুজুর! আমাদের বিয়েটা আজকেই পড়িয়ে দেবে তো?'

আমি বললাম, 'আগে ইয়েটা প্রমাণ হোক, তারপর বিয়েটা দেখা যাবে।'

ইতিমধ্যে মেয়েটিকে অন্য এক শহরে মহিলা-জেলে পাঠানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হল। দোকানী বলল, 'ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?'

আমি মনে মনে বললাম, 'বিয়ের জন্য হলুদ-মেহেন্দি মাখাতে।' প্রকাশ্যে বললাম, 'আগে বিচারে কি হয় দেখুন, তারপর ভাববেন আপনার ভাবের কথা।'

লোকটি যেন অন্তরানন্দে মিষ্টিমুখ হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যে কাযী সাহেব সমস্ত বয়ান লিখে সই-স্বাক্ষর করিয়ে আমাদেরকে বাইরে যেতে বললেন।

অতঃপর ঠিক ৫/১০ মিনিট পর আবার ভিতরে ডেকে আসামীকে একই প্রশ্ন করলেন। আর এইভাবে ৪টি বৈঠক করার পর পঞ্চম বৈঠকে কোর্টের সকল কাযীকে ডেকে একত্রে রায় ঘোষণা করার প্রস্তুতি নিলেন।

প্রধান বিচারপতি একই প্রশ্ন করলেন আসামীকে, 'তুমি কি মিলন করেছ? তুমি কি বিবাহিত?'

সে যেন খুশীর সাথে বলল, 'জী, হ্যাঁ। আমি আসলে ওকে বিয়ে করতে চাই।'

কাযী সাহেবগণ মুচকি হেসে একে অন্যের মুখ তাকাতাকি শুরু করলেন। একজন বললেন, 'কি ব্যাপার! শাস্তির কোন ভয় তার চোখে-মুখে ফুটে ওঠেনি কেন?'

তখন সুযোগ বুঝে আমি বললাম, 'মহামান্য বিচারপতি! আমাকে একটা বলতে অনুমতি দেবেন কি?'

কাযী সাহেব বললেন, 'বলুন।'

আমি বললাম, 'আসামী শাস্তির খবর জানে না। ওকে শাস্তি আগে শুনিয়ে দেওয়া হোক।'

কাযী সাহেব বললেন, 'কেন? ও মুসলিম নয়?'

আমি বললাম, 'ও মুসলিম। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি কি---তা জানে না। দেশীয় পরিবেশ থেকে ও জানে, ব্যভিচারে ধরা পড়লে বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হবে। তাই ও বারবার "বিয়ে করব, বিয়ে করব" বলছে।'

প্রধান কাযী বললেন, 'আজীব! মুসলিম অথচ ব্যভিচারের শাস্তি কি তা জানে না?'

আমি বললাম, 'মুসলিম হলেও ইসলামী জ্ঞান তো আর সকলের নেই।'

বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে ওকে শাস্তির খবর শুনিয়ে দাও।'

আমি আসামীকে বললাম, 'আপনি যে অন্যায় করেছেন, তার শাস্তি কি জানেন? আপনাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হবে!'

এতক্ষণে তার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চোখ দু'টি পানিতে ছলছল ক'রে উঠল। ক্ষণকাল নীরব থেকে কান্না-ভিজা গলায় বলল, 'তাহলে কি আমাদের বিয়ে হবে না?'

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'জীবন বাঁচবে না বলা হচ্ছে, আর বিয়ের ভূত নামছে না আপনার মাথা থেকে। বিয়ে তো করেছেন। যৌবনের স্বাদ তো পেয়েছেন। এখন আবার দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য ইয়ে করতে গেলেন কেন? এখন আসল মজা বুঝুন। বিয়ে না হলে ১০০ চাবুক লাগিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। এখন আপনার জীবনটাই যাবে!'

এবারে সে বলে উঠল, 'না হুজুর! আমার বিয়ে হয়নি তো।'

আমি বললাম, 'ইতিপূর্বে ৫/৭ বার আপনি বলেছেন, আপনি বিবাহিত, বাংলাদেশে আপনার স্ত্রী ও একটি মেয়ে আছে। আর এখন বলছেন, বিয়েই হয়নি?'

কাযী সাহেবগণকে বললাম, 'এখন বুঝতে পারলেন, কেন ওর মন খুশ ছিল?'

কাযী সাহেবগণও কোন বাহানা ও পথ খুঁজছিলেন, যাতে ওর 'হদ' রদ করা যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কোন্ কথাটা মিথ্যা? সত্য কথা বল। দুনিয়ার আযাব আখেরাতের আযাব থেকে হাল্কা।'

সে বলল, 'সত্যই বলছি, আমি অবিবাহিত।'

সত্যতা যাচাই করার জন্য আমাকে তার পাশপোর্ট দেখতে বলা হলে দেখলাম, ওর পাশপোর্টে বিবাহিত-অবিবাহিত কিছুই লেখা নেই। অথচ আমাদের পাশপোর্টে স্ত্রীর নাম পর্যন্ত লেখা আছে।

যাই হোক, তার কথাই মেনে নিয়ে হদ রদ করা হল এবং অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি ১০০ চাবুক এবং পরের বাড়িতে চুরি ক'রে প্রবেশ করার কারণে অতিরিক্ত আরো চাবুক লাগিয়ে তাকে সঊদিয়া থেকে বিদায় করা হল।